শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজ

প্রধান শাখা: সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ভবন, ৯৩, কাজীহাটা, মোটর রোড, রাজশাহী। ফোন: ০২৫৮৮৮৬০৭১৫, ০২৫৮৮৮৬০৭১৩, ০২৫৮৮৮৬১২৪৮, ০২৫৮৮৫৭৩৬৮, ০২৫৮৮৫৪৭৩৭
Email: smnss.cnb@gmail.com

উপশহর শাখা: বাড়ী- ২৬২, সেক্টর-০২, উপশহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭৮৬০২২৬
Email: smnss.upo@gmail.com

তালাইমারী শাখা: বাড়ী-৫৩২, ওয়ার্ড- ২৫, তালাইমারী নর্দান মোড়, জাহাঙ্গীর সরণী, কাজলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৫৮৮৮৬৬৬১৬
Email: smnss.talaimari@gmail.com

Email: shimulmemorial@gmail.com
Facebook Page: Shimul Memorial North South School and College Rajshahi
School Code: 1976 Web Address: www.smnssc.edu.bd EIIN No: 136830 Estd: 2003

সূত্র: শিমেনসাস্কু: ২০২৬১১১০৫ **তারিখ: ১২/১১/২০২৬ খ্রি.**

বিশেষ নোটিশ

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের প্রতি শিক্ষার সঙ্গে ভালোবাসা, শাসনের সঙ্গে মমতা, আর প্রতিটি শিশুর জন্য একটি সুন্দর আগামী বিশেষ প্রশাসনিক নির্দেশনা ও হৃদয়স্পর্শী আহ্বান।

বিষয়: আবেগ, সহমর্মিতা, মাতৃ-পিতৃসুলভ স্নেহ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শিক্ষণ কৌশলের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, আচরণগত ও মানবিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ।

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সৌন্দর্য শুধু তার অবকাঠামো, পরীক্ষার ফলাফল কিংবা একাডেমিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে শিক্ষকদের হৃদয়ের উদারতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—
আমরা শুধু শিক্ষার্থীকে পড়াই না, আমরা একটি জীবন গড়ে তুলি; আমরা শুধু পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় শেষ করি না, আমরা একটি শিশুর স্বপ্ন, সাহস, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ নির্মাণ করি।
শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে সম্মানিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা, গভীর শ্রদ্ধা ও দৃঢ় প্রত্যাশার সঙ্গে আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে, আগামী পাঠদান কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে একটি ইতিবাচক, দৃশ্যমান ও হৃদয়স্পর্শী পরিবর্তন আনতে হবে।
আমরা চাই, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে থাকবে— **Emotion (আবেগ), Empathy (সহমর্মিতা), Sympathy (সমবেদনা), Innovation (উদ্ভাবন), Creativity (সৃজনশীলতা), Motivation (অনুপ্রেরণা), Affection (স্নেহ-মমতা) এবং Positive Discipline (ইতিবাচক শৃঙ্খলা)।**

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি আমাদের বিশেষ আহ্বান:

১. **প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজের সন্তানের মতো অনুভব করুন।** তার আনন্দে আনন্দিত হোন, কষ্টে পাশে দাঁড়ান এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা— উভয় পরিস্থিতিতে অভিভাবকসুলভ ভালোবাসা ও সহযোগিতা প্রদান করুন।
২. **শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন হাসিমুখে।** আপনার একটি আন্তরিক হাসি, স্নেহময় সম্ভাষণ ও ইতিবাচক আচরণ শিক্ষার্থীর সারাদিনের মানসিক অবস্থাকে সুন্দর করে তুলতে পারে।
৩. **পাঠদান শুরু করুন নতুনত্ব দিয়ে।** গল্প, বাস্তব উদাহরণ, প্রশ্নোত্তর, শিক্ষামূলক খেলা, অভিনয়, দলীয় কার্যক্রম কিংবা নতুন কোনো ধারণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন।
৪. **শুধু মেধাবী নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব দিন।** বিশেষ করে দুর্বল, লাজুক, পিছিয়ে পড়া ও আত্মবিশ্বাসহীন শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি সময়, যত্ন ও উৎসাহ নিশ্চিত করুন।
৫. **শিক্ষার্থীদের মন বুঝতে শিখুন।** তাদের নীরবতা, ভয়, সংকোচ, হতাশা কিংবা অস্বাভাবিক আচরণের পেছনের কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।
৬. **রাগ নয়, অনুরাগ দিয়ে সংশোধন করুন।** ভুল করলে অপমান, তিরস্কার কিংবা ভয় প্রদর্শনের পরিবর্তে ধৈর্য, যুক্তি, ভালোবাসা ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।
৭. **শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন।** এমন পরিবেশ তৈরি করুন, যেখানে কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে, ভুল করতে কিংবা নিজের মতামত প্রকাশ করতে ভয় না পায়।
৮. **প্রতিদিন অন্তত একটি নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করুন।** পাঠদানকে গতানুগতিকতার বাইরে নিয়ে গিয়ে আনন্দময়, অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করুন।
৯. **শিক্ষার্থীদের ছোট অর্জনকেও উদ্‌যাপন করুন।** আপনার একটি প্রশংসাসূচক বাক্য একজন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও শেখার আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।
১০. **একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আচরণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করুন।** শিষ্টাচার, সততা, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা শেখান।
১১. **শ্রেণিকক্ষকে একটি আনন্দময় পরিবারে রূপান্তর করুন।** যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে নিরাপদ, সম্মানিত, ভালোবাসাপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে।
১২. **শিক্ষার্থীদের আবেগকে সম্মান করুন।** কোনো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সংকট কিংবা মানসিক অস্বস্তিকে অবহেলা না করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করুন।

১৩. **নিজের আচরণ দিয়ে আদর্শ স্থাপন করুন।** মনে রাখবেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা যতটা শোনে, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুসরণ করে শিক্ষকের আচরণ।

১৪. **প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বপ্ন দেখতে শেখান।** তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা, মানবিকতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশে সহযোগিতা করুন।

১৫. **প্রতিদিন নিজেকে একটি প্রশ্ন করুন**— আজ আমার পাঠদান, আচরণ, ভালোবাসা কিংবা উৎসাহে অন্তত একজন শিক্ষার্থীর জীবনে কী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে?

আমাদের বিশেষ প্রত্যাশা: আমরা এমন শিক্ষক চাই—

- যিনি শিক্ষার্থীর ভুলে শুধু বিরক্ত হবেন না, ভুলের কারণ খুঁজবেন।
- যিনি দুর্বল শিক্ষার্থীকে অবহেলা করবেন না, তাকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
- যিনি শিক্ষার্থীর চোখের পানি বুঝবেন, না-বলা কথাও উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।
- যিনি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন, কিন্তু কখনো শিক্ষার্থীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করবেন না।
- যিনি শ্রেণিকক্ষে শুধু পাঠ্যবই নিয়ে প্রবেশ করবেন না; সঙ্গে নিয়ে যাবেন ভালোবাসা, উদ্ভাবনী চিন্তা, অনুপ্রেরণা ও মানবিকতার আলো।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ফলাফল অর্জন করবে না; তারা ভালো মানুষ হবে, মানবিক হবে, আত্মবিশ্বাসী হবে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

আগামী পাঠদান কার্যক্রম থেকেই বাস্তবায়নযোগ্য বিশেষ নির্দেশনা

প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় নিয়মিত অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ ও নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

- **প্রথম ৩ মিনিট:** আন্তরিক শুভেচ্ছা, শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতি ও ইতিবাচক আবেগীয় সংযোগ স্থাপন।
- **পাঠদান চলাকালে:** অন্তত একটি নতুন শিক্ষণ কৌশল, বাস্তব উদাহরণ অথবা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- **শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায়:** ধৈর্য, সহমর্মিতা, ইতিবাচক অনুশাসন ও সম্মানজনক আচরণ বজায় রাখা।
- **পাঠের শেষ ৩ মিনিট:** শেখার বিষয় যাচাই, শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা প্রদান।
- **প্রতিদিনের আত্মমূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অগ্রগতি, আচরণগত পরিবর্তন এবং নিজের পাঠদান কৌশলের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।

হৃদয়ের গভীর থেকে একটি কথা

প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, একবার ভাবুন— একটি শিশু যখন সকালে তার মা-বাবার হাত ছেড়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে, তখন তার পরিবার আমাদের ওপর কতখানি বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যাশা অর্পণ করে!
সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক, মানবিক ও পেশাগত দায়িত্ব।

একজন শিক্ষার্থীর কাছে আপনি শুধু শিক্ষক নন—আপনি তার আশ্রয়, সাহস, অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা এবং সুন্দর ভবিষ্যতের অন্যতম পথপ্রদর্শক।

- আপনার একটু স্নেহ তাকে সাহসী করতে পারে।
- আপনার একটু সহমর্মিতা তার কষ্ট কমাতে পারে।
- আপনার একটি প্রশংসা তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে।
- আপনার একটি নতুন ধারণা তার শেখার জগৎ বদলে দিতে পারে।
- আর আপনার আন্তরিক ভালোবাসা হয়তো একজন শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের গতিপথই পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার

"প্রতিটি শিশু আমার আপনজন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাফল্য আমার আনন্দ, প্রতিটি শিক্ষার্থীর সমস্যা আমার দায়িত্ব এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ আমার মহান অঙ্গীকার।"

আসুন, আমরা সবাই মিলে শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজকে এমন একটি অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করি, যেখানে— **শিক্ষা হবে আনন্দের, শৃঙ্খলা হবে ভালোবাসার, সংশোধন হবে সহমর্মিতার, সম্পর্ক হবে বিশ্বাসের এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী বেড়ে উঠবে স্নেহ, নিরাপত্তা ও মর্যাদার পরিবেশে।**

পরিশেষে, সম্মানিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই মানবিক ও সৃজনশীল শিক্ষাদর্শন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ এবং আগামী পাঠদান কার্যক্রম থেকেই এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ নির্দেশনা ও উদাত্ত আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

মনে রাখবেন— "শিক্ষার্থীরা হয়তো একদিন আমাদের শেখানো অনেক পাঠ ভুলে যাবে, কিন্তু আমরা তাদের কতটা ভালোবেসেছি, কতটা সম্মান দিয়েছি এবং কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি—সেই অনুভূতি তারা সারাজীবন মনে রাখবে।"

সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, উদ্ভাবনী মনোভাব ও সর্বোচ্চ পেশাগত অঙ্গীকার প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যক্ষ
শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজ